ঈমানের হিফাযত

شبِ قدر کا بیان ۱۴۴۰

01-June-2019

শবে কদর (১৪৪০ হিঃ) এর সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلّٰى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে তবে যতক্ষন সে দরূদ শরীফ প্রেরণ করতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে, এবার বান্দার ইচ্ছা যে, সে কম পড়বে নাকি বেশি। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৩২৪, হাদীস নং- ১৫৬৮০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা **"ঈমানের হিফাযত"** সম্পর্কে উপদেশ মূলক ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী ও কাহিনী শুনার সৌভাগ্য অজন্য করবো। আসুন! প্রথমেই একটি ঈমানোদ্দীপক কাহিনী শ্রবণ করি।

ফেরআউনের কন্যার সেবিকা

বর্ণিত আছে: একজন ইবাদত গুজার মহিলাকে ফেরআউনের কন্যা নিজের সেবিকা হিসেবে রেখেছিলো, সেই নেককার মহিলা নিজের সামর্থ অনুযায়ী দিনরাত তার সেবা করতে থাকতো, একদিন সেই নেককার মহিলা ফেরআউনের কন্যার মাথা আচরিয়ে দিচ্ছিলো, এমন সময় সেই মহিলার হাত থেকে চিরুনি পরে গেলো, সেই নেককার মহিলার মুখ দিয়ে স্বভাবতই "سُبْحٰنَ اللهِ" এর আওয়াজ বের হয়ে গেলো। ফেরআউনের অমুসলিম কন্যা যখন এই আওয়াজ শুনলো তখন বললো: তুমি কি আমার বাবা ফেরআউনের প্রশংসা করলে? সেই মুমিনা উত্তর দিলো: না! বরং আমি তো ঐ **আল্লাহ তায়ালার** পবিত্রতা বর্ণনা করেছি, যিনি আমার, তোমার পিতা ফেরআউনের এবং সমস্ত জগতকে সৃষ্টি করেছেন, ইবাদতের উপযুক্ত শুধুমাত্র তাঁরই "وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ" পবিত্র স্বত্বা। এই মুমিনার ঈমানোদ্দীপক কথা মুনে ফেরআউনের

কন্যা বললো: আমি তোমার সম্পর্কে আমার বাবাকে বলবেরা যে, তুমি তাকে খোদা হিসেবে মানোনা। মহিলাটি বললো: নিশ্চয় বলে দাও।

সুতরাং সে তার পিতা ফেরআউনকে এই মহিলাটি সম্পর্কে সবকিছু বলে দিলো, একথা শুনে সে নেককার মহিলাটিকে তার নিকট ডাকলো এবং বললো: আমি শুনেছি যে, তুমি আমি ছাড়া অন্য কাউকে খোদা হিসেবে মানো, তোমার নিরাপত্তা এতেই যে, তুমি এই নতুন মাযহাব ছেড়ে আমারই ইবাদত করো এবং আমাকেই খোদা মানো, অন্যথায় তোমাকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। মহিলাটি বললো: তোমার যা ইচ্ছা হয় করো, আ, কখনোই কুফরের দিকে আসবো না। ফেরআউন যখন এই নেককার মহিলার ঈমানোদ্দীপক কথা শুনলো তখন খুবই রাগান্বিত হলো এবং তামার ডেকসিতে তেল গরম করার আদেশ দিলো। যখন তেল ভালভাবে ফুটতে লাগলো তকন তার সন্তানকে ফুটন্ত তেলে ফেলে দিলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্তানের হাঁড় তেলের উপর ভাসতে লাগলো। অত্যাচারী ফেরআউন মহিলাটিকে বললো: তুমি কি আমাকে খোদা মানো? সে বললো: কখনোই না, আমার খোদা তো তিনিই যিনি সকল জগতের মালিক। ফেরআউন এক এক করে তাঁর সকল সন্তানকেই ফুটন্ত তেলে ফেলে দিলো, কিন্তু এই সাহসী, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞ মহিলাটি নিজের ঈমান ছাড়লো না।

ফেরআউন যখন দেখলো যে, সেই মহিলা কুফরের দিকে আসতে প্রস্তুত নয় তখন সেই অত্যাচারী নিজের সিপাহীদের আদেশ দিলো: তাকেও তাঁর সন্তানদের ন্যায় তেলে ফেলে দাও! সিপাহীরা যখন তাকে নিয়ে যেতে লাগলো তখন ফেরআউন বললো: যদি তোমার কোন ইচ্ছা থাকে বলো। বললো: হ্যাঁ! আমার একটি ইচ্ছা আছে, যদি সম্ভব হয় তবে এরূপ করো যে, যখন আমাকে তেলের ফুটন্ত ডেকসিতে ফেলে দিবে এবং আমার সমস্ত মাংস জ্বলে যাবে তখন এই ডেকসিটি শহরের দরজায় পাটিয়ে দিও, সেখানে আমার একটি ঝুপড়ি আছে, ডেকসি সেখানে রেখে ঝুপড়িটি ভেঙ্গে দিও, যাতে আমার ঘরই আমার জন্য কবরস্থান হয়ে যায়। ফেরআউন বললো: ঠিক আছে, তোমার এই ইচ্ছা পূরণ করা আমার দায়িত্ব। অতঃপর এই সাহসী মহিলাটিকে ফুটন্ত তেলে ফেলে দেয়া হলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর হাঁড়ও তেলের উপর ভেসে উঠতে লাগলো। (ফয়যানে আসিয়া, ৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মেরাজ রজনীতে আমি একটি উন্নত সুগন্ধি পেয়েছি, তখন জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)! এই সুগন্ধ কিসের? বললো: ফেরআউনের কন্যার সেবিকা এবং তাঁর সন্তানদের সুগন্ধ।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাদায়িল, ১৪তম অধ্যায়, ৭/১০, হাদীস নং- ৩৭৮৩৪) (উয়ুনুল হিকায়ত, ২য় অধ্যায়, ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! কিরূপ পাকাপোক্ত ঈমান ছিলো সেই মুমিন, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীনি মহিলার যে, নিজের চোখের সামনে নিজের প্রাণের টুকরোদের একে একে শহীদ হতে দেখলো কিন্তু তবুও সেই ধৈর্যশীলার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গেনি, সন্তানরাসহ নিজেও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দিলেন, কিন্তু ঈমানের দৌলত হাতছাড়া করেননি। নিঃসন্দেহে যারা ঈমানের গুরুত্ব সম্পর্কে জানে তারা যেকোন মূল্যে মুহূর্তকালের জন্যও ঈমান ত্যাগ করে না, তাদের দ্বীন ও ঈমানের জন্য মাথা কাটাতেও স্বাদ অনুভব হয়। **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে প্রাণ বিসর্জন দেয়াই তাদের প্রিয় হয়ে থাকে, তাদের ঈমান এতই শক্তিশালী যে, দুনায়ার কোন শক্তিই তাদের অন্তরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। তাইতো সেই নেককার লোকদের প্রতি **আল্লাহ তায়ালা**র নেয়ামতের বর্ষন হয়ে থাকে, মৃত্যুর পরও তাদের কবর থেকে সুগন্ধ আসে। **আফসোস! শত কোটি আফসোস!** বর্তমানে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা খুবই মুশকিল হয়ে গেছে, অনেক মূর্খ বিদেশে গিয়ে ধন-সম্পদ উপার্জনের লালসায় নিজের ভিসা ফরমে নিজেকে মিথ্যা অমুসলিম লিখিয়ে দেয় এবং নিজেকে দোযখের অধিকারী বানিয়ে নেয়।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর কিতাব **"কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** এরূপ লোকদের হুকুম বর্ণনা করে বলেন: (এরূপ করা) কুফরী। অনেক লোক ঋণ শোধ করতে ও অভাব দূর করতে বা সম্পদ বৃদ্ধি করতে অমুসলিমের নিকট চাকরী করার জন্য অথবা ভিসা ফরমে বা অন্য যেকোন ভাবে টাকা বাঁচানোর জন্য দরখাস্তে নিজেকে অমুসলিম সম্প্রদায়ের **"লোক"** লিখানো বা লিখায়, তাদের উপর কুফরের বিধান বর্তাবে।

(কুফরীয়া কালেমাত কে বারে সাওয়াল জওয়াব, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীন ইসলাম খুবই মহত ও শান শওকতপূর্ণ ধর্ম, যার উপর **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহ হয়ে থাকে, তাদেরই দুনিয়ায় ঈমানের দৌলত নসীব হয়ে যায় এবং ঈমানের উপর অটলতা লাভকারী সৌভাগ্যবান উভয় জগতে সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকে। সুতরাং এই নেয়ামতের হিফাযত করা, এর গুরুত্বকে অনুধাবন করে এর উপর অটলতা লাভকরা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক, কেননা একজন মুসলমানের জন্য দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় ঈমানের উপর অটল থাকা খুবই গুরুত্ব বহন করে, যদি ঈমানের উপর শেষ বিদায় হয় তবে কবর ও আখিরাতের সকল ধাপ সহজ হয়ে যাবে, ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করাই আখিরাতে মুক্তির কারণ হয়, দুনিয়ায় চাই তো যতই নেক আমল করা হোক কিন্তু শেষ পরিনতি যদি ঈমানের উপর না হয় তবে কোন নেক আমলেই কোন উপকার হবে না, হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ অর্থাৎ আমল তার শেষ পরিনতির উপর নির্ভর করে। **(বুখারী, কিতাবুল কদর, ৪/২৭৪, হাদীস নং-৬৬০৭)**

ঈমানের গুরুত্ব এবং এর নিরাপত্তার সম্পর্কে **আল্লাহ তায়ালা** ২৪তম পারায় সূরা হা-মীম সিজদার ৩০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۳۰﴾

(পারা ২৪, সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সব লোক যারা বলেছে, 'আমাদের **রব আল্লাহ**' অতঃপর সেটার উপর স্থির রয়েছে, তাদের উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়! (আর বলে) 'না ভীত হও এবং না দুঃখ করো এবং আনন্দিত হও এ জান্নাতের উপর যার সম্পর্কে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো।

তাফসীরে **"সীরাতুল জিনান"** এ লিপিবদ্ধ রয়েছে: নিশ্চয় ঐ সকল লোক যারা **আল্লাহ তায়ালা**র রব হওয়া এবং তাঁর একত্ববাদের ঘোষনা দিয়ে বলে যে, আমাদের রব শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালাই**, অতঃপর তারা এই ঘোষনা ও এই দাবির উপর অটল থাকে, তাদের উপর **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় এবং তারা এই সুসংবাদ দিয়ে বলে যে, তোমরা আখিরাতে সম্মুখনি হওয়া অবস্থার প্রতি ভীত হয়ো না আর পরিবার পরিজন ইত্যাদি থেকে যা কিছু ছেড়ে এসেছো তার

জন্য দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের জন্য খুশি হয়ে যাও, যার প্রতি দুনিয়ায় **আল্লাহ তায়ালার** রাসূলগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র মুখে ওয়াদা করেছিলেন।

(রুহুল বয়ান, ২৪তম পারা, হা-মীম সিজদা, ৩০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/২৫৪-২৫৫) (সীরাতুল জিনান, ৮/৬৩১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীন ইসলামে অটল থাকার উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম! দ্বীন ইসলামের উপর অটল থাকা খুবই জরুরী, যদি শেষ পরিনতি ঈমানের সহিত হয় তবে মুক্তি অর্জিত হবে এমনকি ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং কোরআনী আহকামের উপর আমলকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় বরং ঈমানের সহিত দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আদেশও কোরআনে পাকে বিদ্যামান।

৪র্থ পারায় সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদাররা! **আল্লাহকে** ভয় করো, যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য এবং অবশ্যই তোমাদের মৃত্যু শুধুমাত্র মুসলমান অবস্থাই আসুক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতের শেষ অংশে ইরশাদ করা হয়েছে যে, **ইসলামেই তোমাদের মৃত্যু আসুক**। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, নিজের পক্ষ থেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের উপরই যেনো থাকে তার চেষ্টা করো, যাতে যখনই মৃত্যু আসবে মুসলমান অবস্থায় যেনো আসে। **(সীরাতুল জিনান, ২/২০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসের আলোকে ঈমানের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিজের **ঈমানের হিফাযত** করার জন্য সর্বদা চিন্তা করা দরকার, নফস ও শয়তানের ধোকা এবং কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিৎ। মনে রাখবেন! যেমনিভাবে ঈমানের উপর অটলতা লাভকারীদের জন্য কোরআনে পাকে জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে,

তেমনিভাবে হাদীসে পাকেও **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঈমানের গুরুত্ব এবং এর নিরাপত্তা সম্পর্কে হুকুম ইরশাদ করেছেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে ঈমানের নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছু হাদীসে পাক শ্রবণ করি।

ঈমান হিফাযতের চিন্তা

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অতিশীঘ্রই মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, যাতে একাকিত্ব অবলম্বন করা আবশ্যক হবে, তখন শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির দ্বীন নিরাপদ থাকবে, যে ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তায় একটি পাহাড় থেকে আরেকটি পাহাড়ে বা এক জায়গা থেকে আরেকটি জায়গায় পালাতে থাকবে, যেমনিভাবে পাখিরা এবং পাতি শিয়ালরা তাদের ছানাদেরকে নিয়ে একটি জায়গা থেকে আরেকটি জায়গায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। অতঃপর ইরশাদ করেন: সেই যুগে ঐ ছাগলের রাখালরাই কল্যাণে থাকবে, যারা নিজের জ্ঞান অনুযায়ী নামায পড়ে, যাতাক আদায় করে এবং মানুষদের থেকে আলাদা থাকবে।

(আল মাতালিবুল আলিয়া, কিতাবুল ফিতন, ৮/৫৯৭, হাদীস নং- ৪৩৬৬)

বান্দাকে সেভাইে উঠানো হবে, যেভাবে মৃত্যুবরণ করবে

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অর্থাৎ প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় উঠানো হবে, যেভাবে সে মৃত্যুবরণ করবে। **(মুসলিম, কিতাবুল জান্নতি ও সিফতি নেয়মুহা, ১১৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৭৮)** হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ শেষ পরিনতির উপর নির্ভর করে, যদি কেউ কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করে তবে কুফরের উপরই উঠানো হবে, যদিওবা সারা জীবন মুমিন ছিলো এবং যদি ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করে তবে ঈমানের উপরই উঠানো হবে, যদিওবা সারা জীবন কুফরীতেই পরে ছিলো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৫৩)** আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীস থেকে এই পয়েন্ট বের করেন যে, বাঁশি বাজানো ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাঁর বাঁশি সহকারে আসবে, মদ্যপায়ি তার মদের গ্লাস সহকারে আর মুয়াজ্জিন আযান দিতে দিতে আসবে। **(আত তাইসির, হরফুল ইয়া, ২/৫০৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফ দ্বারা জানা গেলো! ঈমানের হিফাযতের ব্যাপারে অলসতা করা উচিৎ নয় এবং এই ধারণা রাখা উচিৎ নয় যে, আমরা তো জন্ম সূত্রে মুসলমান, আমাদের পিতামাতা, দাদা, দাদী এবং বংশের সবাই মুসলমান ছিলো, সুতরাং আমরাও মুসলমান আর মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবো। হতে পারে সারা জীবন আমরা ঈমানের উপর অটল ছিলাম, জীবনভর অনেক নেকীও করেছি কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ মুখ থেকে কোন কুফরী বাক্য বের হয়ে গেলো এবং ঈমানের উপর পরিনতি নসীব হলো না। সুতরাং আমাদের সর্বদা নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য দোয়া এবং মৃত্যুর সময় ঈমান হিফাযতের জন্য চিন্তা করা উচিৎ। ওলামায়ে কিরামগণ বলেন: যার জীবনে ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার ভয় থাকবে না, মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৯৫) কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমাদের অধিকাংশেরই ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা নেই, চিন্তা তো রয়েছে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধির, চিন্তা তো রয়েছে অন্যের উপর দুনিয়ায় প্রাধান্য অর্জন করার, চিন্তা তো রয়েছে সম্মান ও প্রসিদ্ধি অর্জিনের, অথচ আমাদের মধ্যে কারো নিকট এই বিষয়ে গ্যারান্টি নেই যে, মৃত্যুর সময় আমাদের ঈমান নিরাপদ থাকবে কি থাকবে না। مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ গুনাহের ভয়াবহতার করণে যদি আমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তবে কি হবে? হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলতেন: **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! কোন ব্যক্তি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না যে, মৃত্যুর সময় তার ঈমান অবশিষ্ট থাকবে নাকি থাকবে না।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত, ২/৮২৫)

বন্ধুদের আকৃতিতে শয়তান

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: মৃত্যুর সময় শয়তান নিজের চেলাদেরকে মৃত্যু পথযাত্রীর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের আকৃতিতে নিয়ে পৌঁছে। তারা সবাই বলে, ভাই! আমরা তোমার পূর্বে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছি। মৃত্যুর পর যা কিছু রয়েছে তা সম্পর্কে আমরা ভালভাবে অবগত রয়েছি। এখন তোমার পালা। আমরা তোমাকে সহানুভূতিশীল পরামর্শ দিচ্ছি যে, তুমি অমুক ধর্ম গ্রহণ করে নাও, কারণ এ ধর্মই **আল্লাহ তায়ালার**

দরবারে গ্রহণযোগ্য। যদি মৃত্যুপথযাত্রী তাদের কথা না মানে তবে অনুরূপভাবে অন্যান্য শয়তানরা বন্ধুদের আকৃতিতে এসে বলে, তুই অমুক ধর্ম গ্রহণ করে নাও। এভাবেই নিকট আত্মীয়দের আকৃতিতে দলগুলো এসে বিভিন্ন ভ্রান্ত দলগুলোকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। সুতরাং যার ভাগ্যে সত্য থেকে ফিরে যাওয়া লিখা থাকে, সে ঐ সময় টলমল অবস্থায় পড়ে যায় আর ভ্রান্ত ধর্ম অবলম্বন করে নেয়।

(মজমুআতি রাসায়িলিল ইমাম গাযালি, ৫১১ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّار

হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমাকে (দোযখের) আগুন থেকে মুক্তি দাও!

یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ

হে মুক্তিদাতা! হে মুক্তিদাতা! হে মুক্তিদাতা!

بِرَحْمَتِکَ یَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ

তোমার দয়া থেকেই আমাদের উপর দয়া করো, হে সবচেয়ে বড় দয়ালূ!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো, মৃত্যুর ধাপগুলো কতইনা কঠিন হয়ে থাকে যে, নিঃশ্বাস আটকে যাবে, হুশ জ্ঞান হারিয়ে যাবে, পিপাসার কঠোরতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, এমন কঠিন পরিস্থিতিতে অভিশপ্ত শয়তান নিজের সন্তানদের সাথে মিলে নিজের আসল আকৃতিতে নয় বরং আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা, ভাইবোন এবং বন্ধু-বান্ধবদের আকৃতিতে এসে নিজের অকল্যাণ ছড়ায়, ঈমানদারদের ঈমান নিয়ে খুবই জঘন্যভাবে খেলা করে এবং ঈমানের দৌলত নষ্ট করার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِیْن মৃত্যুর সময় ঈমানের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত থাকতেন, যেমনটি

হযরত সায়্যিদুনা মনছুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه বলেন: বান্দার মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির অবস্থা পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে। (১) সম্পদ হয়ে যায় ওয়ারিশদের জন্য, (২) প্রাণ হয়ে যায় মালাকুল মওতের عَلَیْهِ السَّلَام জন্য, (৩) দেহের মাংসগুলো হয়ে যায় কীট-পতঙ্গের জন্য, (৪) হাঁড় হয়ে যায় মাটির জন্য, (৫) আর নেকীগুলো হয়ে যায় দাবীদারদের জন্য,

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যারা হকের দাবী করবে তাদের জন্য। তিনি আরো বলেন: ওয়ারিশ যদি সম্পদ নিয়ে যায় তবে তা সহনীয়। মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام যদি প্রাণ নিয়ে যান, তাও ঠিক আছে। কিন্তু হায়! মৃত্যুর সময় শয়তান এসে যেন ঈমান নিয়ে যেতে না পারে, তাহলে **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তা থেকে আমরা **আল্লাহ তায়ালা**র দারবারে পানাহ্ চাই। কেননা, সকল বিচ্ছিন্নতা যদি এক জায়গায় এসে জড়ো হয়, আর অন্য দিকে যদি **আল্লাহ তায়ালা**র বিচ্ছিন্নতা এনে রাখা হয়, তাহলে **আল্লাহ**র বিচ্ছিন্নতাই সকল বিচ্ছিন্নতার চাইতে অধিক ভারী হবে, যা কেউ সহ্য করতে পারে না। **(হিকায়াতে অউর নসীহতেঁ, ৩৭ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ না করুন আমাদের মন্দ আমলের কারণে যদি মৃত্যুর সময় **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও অনুগ্রহ না হয় এবং অভিশপ্ত শয়তান প্রাধান্য লাভ করে আর مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ**র শপথ! অপমান ও অপদস্ততাই ভাগ্য হয়ে যাবে এবং মৃত্যুর পর সর্বদার জন্য দোযখের প্রজ্জলিত আগুনে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে আর জাহান্নামের আযাব এতই কঠিন হবে যে, আমাদের নরম দেহ তা কখনোই সহ্য করতে পারবে না।

১৬তম পারায় সূরা কাহাফের ১০৫-১০৭ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা**র বাণী হচ্ছে:

اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
وَلِقَآىِٕهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿۱۰۵﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ
جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ
وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿۱۰۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿۱۰۷﴾

(পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াত ১০৫-১০৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এ সব লোক তারাই, যারা আপন **রবে**র আয়াতসমূহ এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে অস্বীকার করেছে। অতঃপর তাদের কী রইলো। সবই নিষ্ফল হয়েছে। সুতরাং আমি তাদের জন ক্বিয়ামত দিবসে কোন ওজন স্থির করবো না। জাহান্নাম- এটাই তাদের প্রতিফল এ কারণে যে, তারা কুফর করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহ ও আমার রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে, ফিরদাউসের বাগানই তাদের আতিথেয়তা।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার আলোকে **"তাফসীরে সীরাতুল জিনান"** এ কিছুটা এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যার সারমর্ম মাদানী ফুল আকারে শ্রবণ করি: ✲ ওজন স্থির না করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কিয়ামতের দিন প্রকাশ্য নেক আমলের কোন গুরুত্ব ও মূল্য থাকবে না আর না তার কোন ওজন হবে। ✲ যখন আমলের মিযানে তার প্রকাশ্য নেক আমল এবং কুফর ও গুনাহ ওজন করা হবে তখন সকল প্রকাশ্য নক আমল মূল্যহীন সাব্যস্ত হবে। ✲ নেক আমলের গুরুত্ব ও মূল্য এবং এর ওজন নির্ভর করবে ঈমান এবং একনিষ্টতার উপর। ✲ যখন এই লোকেরা ঈমান ও একনিষ্টতা শূন্য হবে তখন তাদের আমলে ওজন কিভাবে থাকবে। ✲ অনেক মুসলমানও এরূপ হবে, যারা নিজের নেক আমলে ওজন থেকে বঞ্চিত হবে। ✲ সকল কুফর থেকে বড় কুফর হলো নবীর অপমান এবং তাঁকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা, যার শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই পাবে। ✲ এ থেকে ঐ লোকেদের শিক্ষা অর্জন করা খুবই প্রয়োজন, যা মিডিয়ায় এবং নিজের ব্যক্তিগত মাহফিলে আহলে হক ওলামায়ে কিরামকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে থাকে। ✲ জান্নাতীদের জন্য **আল্লাহ তায়ালা** যে নেয়ামত প্রস্তুত করেছেন, তা মানুষের চিন্তা ভাবনা থেকেও বেশি। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৬/৩৭-৪০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বুযুর্গানে দ্বীন ও ঈমানের চিন্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান হলো সেই মুসলমানরা, যারা সারা জীবন **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টিমুলক কাজে লিপ্ত ছিলো এবং মৃত্যুর সময় নিজের ঈমান নিরাপদে নিয়ে যেতে সফল হয়ে যায়। সুতরাং প্রত্যেককে নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য সতর্ক থাকা উচিৎ, বিশেষ করে যে সকল মুসলমান নিয়মিত নামায রোযা পালন করে, সদকা ও খয়রাত করে, নফল ইবাদত এবং অন্যান্য নেক কাজে লিপ্ত থাকে, অনেক সময় তাদেরকে শয়তান ঈমানের নিরাপত্তা থেকে উদাসীন করার জন্য বিভিন্ন ভাবে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে যে, তুমি তো অনেক নেক আমল করে নিয়েছো, এবার থামো, তোমার এই নেকী তোমাকে ক্ষমা করাতে এবং তোমাকে জান্নাতের নেয়ামত সমূহের মজা নেয়ার জন্য যথেষ্ট, যদি

কখনো এমন খেয়াল মনে আসে তবে তা সাথেসাথেই দূর করে দিন, নিজের ইবাদতের উপর কখনোই ভরষা করবেন না এবং এই কুমন্ত্রণাকে দূর করার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কান্নাকাটি, খোদাভীতি এবং ঈমানের নিরাপত্তার ঘটনা গুলো স্মরন করুন যে, সেই ব্যক্তিত্বরা দিনরাত ইবাদত করার পরও ঈমানের নিরাপত্তার জন্য চিন্তা করতেন। যেমনটি

যখন হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মৃত্যুর সময় সন্নিকটে এলো তখন তিনি কান্না করে দিলেন এবং খুবই আতঙ্কগ্রস্ত মনে হলো। লোকেরা তার থেকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন: আমি দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে এই জন্য কাঁদছি না, কেননা মৃত্যু আমার পছন্দ, বরং আমি তো এই জন্য কাঁদছি যে, আমি **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উপর দুনিয়া থেকে যাচ্ছি নাকি অসন্তুষ্টির উপর যাচ্ছি? **(আসাদুল গা'বা, হুযাইফা বিন ইয়ামান, ১/৫৭৪)**

ঈমানের হিফাযত এবং একাকিত্ব

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি সবার থেকে পৃথক থাকতো। হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তার নিকট তাশরীফ নিয়ে গিয়ে যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তখন সে বললো: আমার মনে এই ভয় জমে গেছে যে, এমন যেনো না হয় যে, আমার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং আমি এই সম্পর্কে কিছুই জানবো না।

(কুতুল কুলুব, ১/৩৮৮)

সারা রাত কান্না করতে থাকতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ বিন আসবাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ সারা রাত কান্না করতে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি গুনাহের ভয়ে কান্না করছেন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ একটি খড় উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন: গুনাহ তো **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে এই খড়ের চেয়েও কম গুরুত্ব রাখে, আমি তো এই বিষয়ে ভীত যে, ঈমানের দৌলত যেনো ছিনিয়ে নেয়া না হয়।

(মিনহাজুল আবেদিন, আল উকবাতুল হামিস, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

আমার শেষ পরিনতি ঈমানের উপর করে দাও

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইন্তিকালের সময় যখন তাঁর সাহেবজাদা অবস্থা জানতে চাইলো তখন বললেন: এখন উত্তর দেয়ার সময় নয়, ব্যস দোয়া করো যে, **আল্লাহ তায়ালা** যেনো আমার পরিনতি ঈমানের উপর করে দেয়, কেননা অভিশপ্ত শয়তান নিজের মাথায় মাটি ঢেলে আমাতে বলছে যে, তুমি দুনিয়া থেকে ঈমান নিরাপদে নিয়ে যাওয়া আমার জন্য দুঃখ ও কষ্টের কারণ। আর আমি তাকে বলছি যে, এখন নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নিঃশ্বাসও অবশিষ্ট আছে আমি বিপদে আছি, আমি (তোমার থেকে) নিরাপদ হতে পারি না। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম অংশ, ১৯৯ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে আউলিয়া! শুনলেন তো আপনারা যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الۡمُبِیۡن কিরূপ খোদাভীতি সম্পন্ন হতেন, তাঁদের সারা জীবন শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী কাটতো, তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণে অতিবাহিত হতো, এই ব্যক্তিত্বরা সত্যিকার আশিকে রাসূল এবং নফস ও শয়তানের ফাঁদ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন, কিন্তু তারপরও ঈমান হিফাযতের ব্যাপারে অনেক ভীত থাকতেন, ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার ভয়ে থরথর করে কাঁপতেন **এবং প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষার প্রতি সজাগ থেকে দ্বীনে মতীনের উপর অটল থাকতেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان, এবং আপন বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الۡمُبِیۡن চরিত্রের উপর আমল করে **আল্লাহ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় করে ঈমান হিফাযতের প্রেরণাকে নিজের মাঝে জাগ্রত করা উচিৎ এবং নেক আমলের উপর অটল থেকে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচার দোয়া করতে থাকা উচিৎ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ঈমান নষ্ট করার আমল

হে আশিকানে রাসূল! ঈমানের হিফাযত করা **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহের পাশাপাশি বান্দার ক্ষমতায়ও রয়েছে, সুতরাং বান্দার উচিৎ যে, সে যেনো নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে দোয়া করে, গুনাহ থেকে

বেঁচে থেকে নিজেকে নেকীর মাঝে লিপ্ত রাখা। যদি আমরা চাই যে, দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় আমাদের ঈমান নিরাপদ থাকুক তবে এর জন্য আমাদের ঐ সকল কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হয়, যার কারণে বান্দা এই মহান দৌলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আসুন! ঈমান নষ্টকারী (Destroy) কয়েকটি কাজ সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং সাথেসাথে এটাও নিয়্যত করি যে, এরূপ মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ চেষ্টা করবো যে, যার কারণে ঈমান নষ্ট হতে পারে, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের ঈমান নিরাপদ রাখুন।

(১) মন্দ সহচর্য অবলম্বন করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মন্দ সহচর্য অবলম্বন করা এবং বদ মাযহাবীদের সাথে উঠা করা ঈমানের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেভাবে মদ্যপায়ী, জুয়াড়ী এবং গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে উঠা বসার করা ধ্বংসের কারণ, অনুরুপভাবে বদমাযহাবীদের সাথে মেলামেশা করা, তাদের ওয়াজ শুনা, কিতাব পাঠ করা, তাদের অডিও, ভিডিও বয়ান শুনা, স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে অপরকে শেয়ার করা, তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করা বা আত্মীয়তা করাও ঈমানের জন্য হত্যাকারী বিষ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞতার কারণ। সুতরাং ঈমানের নিরাপত্তার জন্য উত্তম সহচর্য অবলম্বন করা, খোদাভীতি সম্পন্ন লোকদের সাথে চলাফেরা করা খুবই জরুরী। কিন্তু আফসোস! অনেক মূর্খ মুসলমান খারাপ বন্ধুদের সাধে চলাফেরা করা, ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প গুজব করা, হাসি ঠাট্টা করা এবং মন্দ আচরনের অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। খারাপ চরিত্রের ভয়াবহতা তাদের মাঝে এমনভাবে ছড়িয়ে পরেছে যে, তাদের প্রতিটি মুহুর্ত **আল্লাহ তায়ালার** স্মরণ থেকে উদাসীনতায় অতিবাহিত হয়, নামাযে অলসতা হয়ে যায় কিন্তু তাদের এর কোন অনুভুতিও হয় না, এই অহেতুক বৈঠকে তাদের কত ঘন্টা যে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তাদের কোন চিন্তাও হয় না, এই বন্ধুদের সাথে অহেতুক ও অশ্লিলতায় পরিপূর্ণ কথাবার্তা করতে অনেক সময় কুফরী বাক্যও বলে দেয়া হয় এবং ঈমান নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তারা এসম্পর্কে কিছুই জানে না। মনে রাখবেন! খারাপ লোকের সহচর্য অবলম্বন করাতে দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতিই ক্ষতি, কেননা খারাপ সহচর্য অনেক সময় মানুষের ঈমানকেও নষ্ট করে দেয়।

সাধারনত মানুষ হত্যাকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী, বিষাক্ত প্রাণী, পোকা মাকর এবং বিষাক্ত জিনিষকে তো ভয় পায় যে, এই জিনিষগুলো ক্ষতিকর কিন্তু এমন সহচর্য (Company) থেকে বিরত থাকে না যে, যা ঈমান নষ্ট করে দেয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যথাসম্ভব খারাপ সহচর্য থেকে বিরত থাকো, কেননা তা দ্বীন ও দুনিয়া নষ্ট করে দেয় এবং উত্তম সহচর্য অবলম্বন করো, কেননা এতে দ্বীন ও দুনিয়া সজ্জিত হয়ে যায়। সাপের সহচর্য প্রাণ নাশক আর খারা সহচর্য ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৯১) খারাপ সহচর্য কিভাবে ঈমানকে নষ্ট করে দেয় সে সম্পর্কে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করুন এবং খারাপ সহচর্য থেকে পিছু ছাড়ানোর চেষ্টা করুন।

খারাপ সহচর্য ঈমান নষ্টের কারণ

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি মদ্যপায়ীদের সংস্পর্শে বসত, যখন তার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হল, তখন কেউ তাকে কলেমা শরীফ শিক্ষা দিলে সে বলল: "তুমিও পান করো, আমাকেও পান করাও। কলেমা না পড়ে মরে গেল। (যদি মদ পানকারীদের সংস্পর্শের এ অবস্থা হয়, তাহলে মদ পান করার কি শাস্তি হবে!) এক তাস খেলোয়াড়কে মৃত্যুর সময় কলেমা শরীফ শিক্ষা দেয়া হলে, সে বলতে লাগল, "শা-হাকা" (অর্থাৎ তোমার বাদশাহ) এ কথা বলার পর তার প্রাণ বের হয়ে গেল। (কিতাবুল কাবায়ির, ১০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! নিজের মানসিকতা বানিয়ে নিন যে, আমি ভাল বন্ধুর সাথেই থাকবো, আমি তাদের সাথে থাকবো যাদের আক্বীদা উত্তম, আমি তাদের সাথে থাকবো যারা খোদাভীতি পোষন করে, আমি তাদের সাথে থাকবো যা আশিকে রাসূল, আমি তাদের সাথে থাকবো যারা ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি নফল ইবাদতও করে থাকে, আমি তাদের সাথে থাকবো যারা নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বারণকারী, আমি তাদের সাথে থাকবো যারা ঈমান হিফাযতের চিন্তা করে। এই সকল বিশেষত্ব পাওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মসজিদ ভরো

কার্যক্রম ও মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দ্বীন ও দুনিয়ায় সফলতা নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) না জেনে দ্বীনি বিষয়ে বিতর্ক করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমান নষ্ট হওয়ার আরেকটি কারণ হলো না জেনে দ্বীনি বিষয়ে বিতর্ক করা, অথচ দ্বীনি বিষয়ে যে বিষয় নিশ্চিতরূপ জানা আছে তাই বর্ণনা করা উচিৎ, নিজের মর্জি মতো কথা বলা ঈমানের ব্যাপারে খুবই বিপদজনক হয়ে থাকে, কেননা ধাক্কা লাগলে মানুষ অনেক সময় কুফরীর গভীর খাদে পরে যায় এবং সে এই বিষয়ে জানেও না যে, তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের সমাজেও এমন লোকের অভাব নাই, যাদের দ্বীন জ্ঞান খুবই কম হয়ে থাকে কিন্তু এমন অহেতুক বিতর্ক করে যে, যেনো তার কাছে জ্ঞানের অনেক বড় ভান্ডার রয়েছে, এরূপ মূর্খ লোকেরা নিজের মুখে কুফরী বাক্যও বলে দেয়।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া**র ২৪তম খন্ডের ১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠায় এরূপ লোকদের ব্যাপারে উদ্ধৃত করেন: কোন মানুষ অপকর্ম এবং চুরি করলো, তবে তা গুনাহ হওয়ার পরও তার জন্য এই কাজ ততটুকু মারাত্মক ও ধ্বংসকারী হয় না যতটুকু না জেনে **আল্লাহ তায়ালা**র জ্ঞান সম্পর্কে কথা বলা মারাত্মক, কেননা না জেনে এবং নিশ্চিত না হয়ে হয়তো সে কুফর করে বসলো এবং সে জানলোও না! এর উদাহরণ এমনই, যেমন সাতার কাটতে না জেনে নদীর ঢেউয়ের উপর উঠে যাওয়া এবং শয়তানের প্রতারণা যা আক্বীদা ও মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত তা লুকানো নয়। আর **আল্লাহ তায়ালা** সবকিছুই ভালভাবে অবগত আছেন। **(হাদিকাতুন নাদীয়া, ২/২৭০)**

(৩) মুখের হিফাযত না করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুখের হিফাযত না করাতেও অনেক সময় ঈমান নষ্টের কারণ হয়ে যায়। আজকাল মানুষের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, যাই মুখ দিয়ে আসে বলে দেয়, **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির অনুভূতি একেবারেই

কমে যাচ্ছে, আজকাল যুবকেরা কুফরী বাক্য সম্বলিত গানের কলি শুনে নিজেও গুনগুন করতে থাকে, এই মুখেই নিজের অভাবের কান্নাও কাঁদতে থাকে, অনেকে তো কুফরী বাক্যও বলে দেয়, এই মুখেই কোন যুবক বা পরিবারের ব্যয় নির্বাহকারীর মৃত্যুতে **আল্লাহ তায়ালার** সম্পর্কে অভিযোগ ও অনুযোগ সম্বলিত কুফরী বাক্য বলে দেয়। **আল্লাহর** দোহাই! হুঁশে ফিরে আসুন এবং নিজের মুখকে নিয়ন্ত্রন করুন, একে অহেতুক এবং কুফরী বাক্য থেকে বাঁচার, অন্যথায় মনে রাখবেন! অনেক সময় মুখ দিয়ে অজানায় এমন বাক্য বের হয়ে যাবে, যা আমাদের ঈমান নষ্টকারী এবং দোযখের অধিকারী বানিয়ে দিবে। আসুন! এই বিষয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি এবং নিজের ঈমানের হিফাযত করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: মানুষ তার সাথীদের হাসানোর জন্য একটি বাক্য বলে কিন্তু এর কারণে সুরিয়্যা (নক্ষত্রের দূরত্ব) থেকেও দূরে (দোযখে) গিয়ে পরে যায়।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আবী হুরায়রা, ৩/৩৬৬, হাদীস নং- ৯২৩১)

২. ইরশাদ হচ্ছে: এক ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালাকে** অসন্তুষ্টকারী বাক্য বলে এবং তার এই খেয়ালও নেই যে, এটি তাকে **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছে দিবে কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা** এর কারণে কিয়ামত পর্যন্ত নিজের অসন্তুষ্টি লিখে দেয়।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ. ৪/১৪৩, হাদীস নং-২৩২৬)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّار

হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমাকে (দোযখের) আগুন থেকে মুক্তি দাও!

يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ

হে মুক্তিদাতা! হে মুক্তিদাতা! হে মুক্তিদাতা!

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

তোমার দয়া থেকেই আমাদের উপর দয়া করো, হে সবচেয়ে বড় দয়ালূ!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) গুনাহ থেকে বেঁচে না থাকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমান নষ্ট হওয়ার আরেকটি কারণ দিনরাত গুনাহে লিপ্ত থাকাও, কেননা যে বান্দা দিনরাত গুনাহে লিপ্ত থাকে তার ভয়াবহতায় বান্দা

ঈমানহারা হয়ে যায়। আল্লামা ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ সম্পর্কে বলেন: যেমনিভাবে **আল্লাহ তায়ালার** আয়াত সমূহ অস্বীকার করা এবং তা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা কুফর এবং কুফরের শাস্তি দোযখের স্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক আযাব, তেমনিভাবে কোন মুসলমান ধারাবাহিকভাবে গুনাহ করাও এরূপ আমল, যার কারণে তার মৃত্যু কুফর অবস্থায় হতে পারে। হযরত আবু ইসহাক ফাযারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি প্রায় আমাদের সাথে বসতো এবং নিজের অর্ধেক চেহারা ঢেকে রাখতো, একদিন আমি তাকে বললাম: তুমি আমাদের সাথে প্রায় বসো এবং নিজের চেহারা অর্ধেক ঢেকে রাখো, আমাকে এর কারণ বলো। সে বললো: আমি কাফন চোর ছিলাম, একদিন এক মহিলাকে দাফন করা হলো তখন আমি তার কবরে আসলাম, যখন আমি তার কবর খনন করে তার কাফন টানলাম তখন সে হাত উঠিয়ে আমার চেহারায় থাপ্পড় মারলো। অতঃপর সেই লোকটি নিজের চেহারা দেখালো তখনো এতে পাঁচ আঙ্গুলের চিহ্ন ছিলো। আমি তাকে বললাম: এরপর কি হলো? সে বললো: অতঃপর আমি সেই কাফন ছেড়ে দিলাম এবং কবর বন্ধ করে এতে মাটি ঢেলে দিলাম আর আমি মনে মনে দৃঢ় নিয়্যত করলাম যে, যতদিন জীবিত থাকবো কারো কবর খনন করবো না।

হযরত আবু ইসহাক ফাযারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি এই ঘটনাটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট লিখে পাঠালাম তখন তিনি আমাকে লিখলেন: তাকে জিজ্ঞাসা করো: যে সকল মুসলমান মারা গেছে তাদের চেহারা কি কিবলার দিকে ফিরানো ছিলো? আমি এই বিষয়ে সেই কাফন চোরকে জিজ্ঞাসা করলাম তখন সে বললো: এর মধ্যে অধিকাংশ লোকের চেহারা কিবলার দিক থেকে ফিরানো ছিলো। এর তার উত্তর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে লিখে পাঠালাম তখন তিনি আমাকে পত্র প্রেরণ করলেন, যাতে তিনবার "اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ" লিখা ছিলো এবং পাশাপাশি এটাও লিখা ছিলো: যাদের চেহারা কিবলার দিক থেকে ফিরানো ছিলো তাদের মৃত্যু দ্বীন ইসলামের উপর হয়নি, তুমি **আল্লাহ তায়ালার** নিকট তাঁর ক্ষমা, মাগফিরাত এবং তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করো। **(সীরাতুল জিনান, ৩/১৩৭)(রুহুল বয়ানম আল আনআম, ৭০নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৫১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত কারণগুলো মন্দ মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তাছাড়াও ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার আরো অনেক কারণ রয়েছে, যেমন; নামাযে অলসতা করা, মদপান করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, মুসলমানকে কষ্ট দেয়া। (শরহুস সুদর, ২৭ পৃষ্ঠা) সুতরাং আমাদেরকে আমাদের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য ঐ সকল কারণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিৎ, কেননা যে সকল সৌভাগ্যবান মুসলমান ঈমান সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর দয়ায় তাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। ঈমানের সহিত শেষ পরিনতির জন্য ফরয ও ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বিভিন্ন অযীফাও দান করেছেন, যে ব্যক্তি এগুলোর উপর আমল করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মৃত্যুর সময় তার ঈমান নিরাপদে থাকবে। আসুন! ঈমান সহকারে মৃত্যুর পাঁচটি অযীফা শ্রবণ করি।

ঈমানের সহিত মৃত্যুর পাঁচটি অযীফা

এক ব্যক্তি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করার জন্য দোয়া চাইলেন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন: **(১)** প্রতিদিন সকালে ৪১বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ (হে চিরঞ্জীবী! হে চিরস্থায়ী! তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।) শুরু ও শেষে (একবার করে) দরূদ শরীফ সহকারে পড়বেন। (আল অযীফাতুল করীমা, ২১ পৃষ্ঠা) **(২)** শোয়ার সময় নিজের সকল ওযীফা আদায়ের পর সূরা কাফিরূন প্রতিদিন পড়ে নিবেন। এরপর কথাবার্তা বলবেন না। তবে যদি প্রয়োজন হয় তবে কথা বলার পর পুনরায় সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করে নিবেন, যেন শেষ এর উপরই হয়। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঈমান সহকারে মৃত্যু হবে। (আল অযীফাতুল করীমা, ৩৪ পৃষ্ঠা) **(৩)** তিনবার সকালে ও তিনবার সন্ধ্যায় এ দোয়াটি পাঠ করবেন: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ **(হে আল্লাহ্!** আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ বস্তুর সাথে তোমাকে অংশীদার করা থেকে এবং যা আমরা জানি না তা থেকে ক্ষমা চাচ্ছি।) (আল অযীফাতুল করীমা, ১৭ পৃষ্ঠা) **(৪)** 'তফসীরে সাভী শরীফে' রয়েছে, যে কেউ হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম কুনইয়াত (উপনাম) পিতার নাম, ও উপাধী মনে রাখবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার ঈমানের সাথে মৃত্যু

লাভ হবে। তাঁর নাম, কুনইয়াত, পিতার নাম ও উপাধী: "আবুল আব্বাস বালইয়া বিন মালকান আল্ খিদ্বার।" (তাফসীরে সা-ভী, ২/১২০৭-১২০৮ পৃষ্ঠা) **(৫)** بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَوُلْدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ (**আল্লাহ্ তায়ালার** নামের বরকতে আমার প্রাণ, দ্বীন, সন্তান এবং পরিবার ও সম্পদ নিরাপদে থাকুক।) সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করুন। দ্বীন, ঈমান, জান, মাল, সন্তান সবকিছু নিরাপদ থাকবে। (আল অযীফাতুল করীমা, ১৭ পৃষ্ঠা)

হে দয়ালূ রব! তোমার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় চুলের ওসীলায় আমাদের দুনিয়ায় সকল বিপদ থেকে রক্ষা করো এবং আখিরাতে সকল প্রকার দুঃখ থেকে নিরাপদ রাখো। তোমার দরবারে আরো একটি দোয়া হলো যে, যখন তোমার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রওযায় উপস্থিতি নসীব হয় আর যখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চৌকাটে দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকবে এবং তখনই আমার রূহ কবয যেনো হয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেভাবে সুন্নাতের প্রশিক্ষণ এবং নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করছে, তেমনিভাবে প্রায় ১০৭টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এই সকল বিভাগকে পরিচালনা করতে কোটি কোটি নয় বরং শত কোটি টাকার ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজন হয়ে থাকে, দেশ বিদেশে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রায় ৬০২টি জামেয়াতুল মদীনা (বালক, বালিকা) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যাতে প্রায় ৫২৮৪৩ জন (বায়ান্ন হাজার আট শত তেতাল্লিশ), ছাত্র ছাত্রী দরসে নিজামী করছে, দেশ বিদেশে প্রায় ৩০৪৯টি (তিন হাজার ঊনপঞ্চাশ) মাদরাসাতুল মদীনা (বালক, বালিকা)ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যাতে প্রায় ১৪৪৬৩৩ জন (এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শত তেত্রিশ) মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নি হিফয ও নাজারার ফ্রি শিক্ষা অর্জন করছে। এই বৎসর দাওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরসাতুল মদীনার প্রায় ২১০০০ (একুশ হাজার) হাফিযে কিরাম, তারাবিতে

কোরআনে করীম শুনানোর সৌভাগ্য অর্জন করছে, মাদানী চ্যানেল যা কিনা অসংখ্য মুসলমানের সংশোধনের ও কাফেরদের ইসলাম গ্রহনের উপলক্ষ হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে লাখো লাখ আশিকানে রাসূল ইলমে দ্বীন দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, মাদানী চ্যানেলে রমযানুল মুবারকে আসরের পর এবং তারাবির পর প্রতিদিন দু'বার এবং রমযান ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে মাদানী মুযাকারা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে, ১১টি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, আল মদীনাতুল ইলমিয়া, মজলিশে মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তরীয়া যা থেকে লাখো লাখ মুসলমান তাবীয নিয়ে উপকৃত হচ্ছে, এছাড়াও মাদানী মারকায (ফয়যানে মদীনা), অন্যান্য মসজিদ নির্মান ও ব্যবস্থাপনা, দারুস সুন্নাহ, বিভিন্ন মাদানী কোর্স (যেমন ফরয জ্ঞানের কোর্স, ইমামত কোর্স, মুদাররীস কোর্স, আমল সংশোধর কোর্স, ১২ মাদানী কাজ কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স ইত্যাদি), এমনিভাবে সাপ্তাহিক সান্নাতে ভরা ইজতিমা, রড় রাতের (যেমন শবে মীলাদ, গিয়ারভী শরীফ, শবে মেরাজ, শবে বারাআত এবং শবে কদর ইত্যাদি) ইজতিমা, সম্পূর্ণ রমযান মাস/শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকাফ ইত্যাদি। এই বছরও শুধু বাংলাদেশে সম্পূর্ণ রমযান মাসের ইতিকাফ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যাতে প্রায় ৪৫০/৫০০জন আশিকে রমযান ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করছে। এমনি ভাবে অসংখ্য স্থানে রমযানে শেষ দশদিনের সুন্নাত ইতিকাফও হচ্ছে, যাতে হাজারো আশিকারে রমযান ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করছে।

উদ্দেশ্য হলো যে, সুসংগঠিত ভাবে মাদানী কাজকে দ্রুত গতিতে অগ্রগামী করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রায় ১০৭টি বিভাগের জন্য বিশাল অংকের অর্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে, আপনিও আপনার মাদানী ফান্ড **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দান করুন, নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য আপনার এই মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহযোগীতা করুন।

আমাদের উপর আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মহান অনুগ্রহ রয়েছে যে, কাল পর্যন্ত তো আমরা এটাও জানতাম না যে, নামায কিভাবে পড়তে হয়? বরং আরো অনেক কিছু জানতাম না, **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে এবং বুঝিয়েছে। আমরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দয়ার অধীনে রয়েছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদের দাঁড়ী শরীফ এবং পাগড়ী

শরীফ সাজানোর মাদানী চেতনা দিয়েছে, ঈমানের নিরাপত্তার মানসিকতা দিয়েছে, আজ সেই **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদের নিকট দাবী করছে, একে আরো অগ্রসর করতে হবে এবং আরো অগ্রসর করতে শত শত কোটি টাকার প্রয়োজন? জামেয়াতুল মদীনার মাসিক ব্যয় লাখ লাখ টাকার উপর, অসংখ্য মসজিদ এখানো নির্মাণ করা বাকী রয়েছে, সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালারা মেশিনের ন্যায় কাজ শুরু করে দিন, নিজের পরিবার থেকে, আত্মীয় স্বজনদের থেকে, মহল্লাবাসীদের থেকে, দোকানদার থেকে, প্রতিবেশী থেকে বেশী পরিমান ফান্ড সংগ্রহ করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করুন। অনেক লোক শুধু রমযান মাসেই যাকাত দিয়ে থাকে, যাকাতের পাশাপাশি ফিতরাও সংগ্রহ করুন। ব্যয়ভার প্রতি বছর বেড়েই চলেছে, আমাদেরকে আমাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে জীবিত রাখতে হবে, একে পরিচালনা করতে হবে বরং একে শক্তিশালী করতে হবে যেন অধিকহারে দ্বীনের খেদমত করতে পারে, ফিতরার স্টল বাড়িয়ে দিন, ফিতরা প্রদানকারীদের অনেকেই টেবিল চেয়ার দেখেই ফিতরা দিয়ে থাকে, বাজারে মসজিদে ফিতরার স্টল বসান, মাদানী ফান্ডের স্টল যত বেশী হবে, ফিতরাও তত বেশী জমা হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে কদরের ফযীলত এবং এই রাতে ইবাদতকারীদের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র নেয়ামত অনেক বেশি, **আল্লাহ তায়ালা** এই রাতে আপন বান্দাদের প্রতি **রহমতে ইলাহী** অধিকহারে বর্ষণ করে থাকেন এবং গুনাহগারদের ক্ষমা ও মাগফিরাত দান করে তাদের দোযখ থেকে রেহাইও করে দেন, কিন্তু কিছু দূর্ভাগা এমনও রয়েছে, যারা এই পবিত্র রাতেও ক্ষমা ও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়।

ফিরিশতারা পতাকা নিয়ে অবতরন করেন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: **রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন **শবে কদর** আসে তখন **আল্লাহ তায়ালা**র নির্দেশে (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) একটি সবুজ পতাকা নিয়ে ফিরিশতাদের অনেক বড় বাহিনীর নিয়ে পৃথিবীতে

অবতরণ করেন (এবং অপর এক বর্ণনানুযায়ী: "এই ফিরিশতাদের সংখ্যা পৃথিবীর কংকরের চেয়েও বেশী হয়ে থাকে।") এবং ঐ সবুজ পতাকা কাবা শরীফের উপর উড়িয়ে দেন। (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর ১০০টি বাহু রয়েছে, যার মধ্য থেকে দু'টি বাহু শুধু এই রাতে খুলে থাকে, সেই বাহুদ্বয় পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে যায়, অতঃপর (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেন, যে কোন মুসলমান আজ রাতে কিয়াম, নামায বা **আল্লাহ তায়ালা**র যিকিরে লিপ্ত থাকে, তার সাথে সালাম ও মুসাফাহা (করমর্দন) করো, তাছাড়া তাদের দোয়ায় আমীনও বলো। সুতরাং ভোর পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ভোর হতেই (হযরত) সায়্যিদুনা জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) ফিরিশতাদেরকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফিরিশতারা আরয করেন: হে জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام)! **আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদী** (عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর প্রার্থনাগুলোর ব্যাপারে কি করলেন? (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) বলেন: "**আল্লাহ তায়ালা** তাদের উপর বিশেষ দয়ার দৃষ্টি করেছেন এবং চার ধরণের লোক ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ চার ধরণের লোক কারা? ইরশাদ করলেন: "﴿১﴾ এক তো মদ্যপায়ী ﴿২﴾ দ্বিতীয় মাতাপিতার অবাধ্য ﴿৩﴾ তৃতীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং ﴿৪﴾ চতুর্থ ঐসব লোক যারা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৩৬, হাদীস নং- ৩৬৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, মদ্যপায়ী, পিতামাতার অবাধ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং পরস্পর বিনা কারণে শত্রুতা পোষণকারীরা শবে কদরের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে। চিন্তা করুন! বর্ণনাকৃত মন্দ কাজ সমূহ থেকে কোন মন্দ কাজ আমাদের মাঝে নেই তো? আমরা পিতামাতার মনে কষ্ট দেই না তো? কোন আত্মীয় যেমন; ফুফি, ভাই, বোন, চাচা, জেঠা, খালু বা মামা ইত্যাদির সাথে শরীয়তের বিনা কারণে মনমালিন্য তো চলছে না? আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের জন্য শত্রুতা লুকিয়ে নেই তো? مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ যদি কেউ এসব

গুনাহে লিপ্ত থাকে তবে তার উচিৎ যে, সে এই গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে নেয় এবং যাদের হক নষ্ট করেছে, তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়ার নিয়্যতও করে নিন, অন্যথায় মনে রাখবেন! এই গুনাহের পরিনতি খুবই ভয়াবহ।

মনে রাখবেন! "মদপান করা" দ্বীণ ও ঈমান, জান ও মাল এবং স্বাস্থ্য ও সমাজের জন্য খবুই ধ্বংসশীল, মদ সকল অপকর্মের মূল, কেননা মদের নেশায় মানুষ কুদৃষ্টি, অপকর্ম এবং বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত হয়ে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে নষ্ট করে দেয়।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّار

হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমাকে (দোযখের) আগুন থেকে মুক্তি দাও!

یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ

হে মুক্তিদাতা! হে মুক্তিদাতা! হে মুক্তিদাতা!

بِرَحْمَتِکَ یَآاَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ

তোমার দয়া থেকেই আমাদের উপর দয়া করো, হে সবচেয়ে বড় দয়ালূ!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

চাঁদরাতে মাদানী কাফেলার উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক আশিকানে রাসূল এবং আশিকানে রমযান পুরো রমযান মাস বা শেষ দশদিনের সুন্নাত ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, **আল্লাহ তায়ালা** সকলের ইতিকাফ করাকে **তাঁর** দরবারে কবুল করুন। ইতিকাফে কোরআনে করীম বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে পাঠ করা, নামাযের আমলী পদ্ধতি, জানাযার নামাযের পদ্ধতি, ফরয জ্ঞান শিখার সুযোগ হয়েছে, দোয়া মুখস্ত করা হয়েছে, আশিকানে রমযান এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের বরকতে গুনাহের প্রতি নিন্দার অশ্রু প্রবাহিত করার পর সত্যিকার তাওবা এবং ভবিষ্যতে **আল্লাহ ও রাসূল** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মানসিকতা তৈরি হয়েছে, জীবনকে মূল্যবান মনে করে অধিকহারে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর প্রেরণা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু মনে

রাখবেন! শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু, এই অপদার্থ কখনোই চাইবে না যে, আমরা তাওবার উপর অটল থাকি, গুনাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করি, যদি আমরা চাই যে, রমযান মাসের স্মরণ সতেজ থাব, যা কিছু শিখেছি তাও থাকবে এবং এতে আমল করার সৌভাগ্যও অর্জিত হোক তবে আমার পরামর্শ হলো যে, চাঁদরাতে বা ঈদের দিন থেকেই মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সহচর্যে আমরাও সফরের সৌভাগ্য অর্জন করি। **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় আশা যে, এই সফরের বরকতে ঈদের দিনের মুবারক মুহূর্তগুলো গুনাহে ভরা সহচর্যে অতিবাহিত করার পরিবর্তে **আল্লাহ তায়ালার** ঘরে অতিবাহিত হবে, আধ্যাত্মিক প্রশান্তি নসীব হবে এবং মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্বও নসীব হবে।

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد